# বিল্‌স শ্রম সংবাদ

## জানুয়ারি-এপ্রিল, ২০২২

ঢাকা শহরের পরিবহন, দোকান-পাট এবং হোটেল-রেস্তোরা খাতের শ্রমিকদের উপর বিল্‌স এর গবেষণা

## লকডাউনে চাকরি হারানো শ্রমিকদের ৭ শতাংশ এখনো বেকার, গড়ে আয় কমেছে ৮ শতাংশ


বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স

www.bilsbd.org

প্রচ্ছদ প্রতিবেদন

ঢাকা শহরের পরিবহন, দোকান-পাট এবং হোটেল-রেস্তোরা খাতের শ্রমিকদের উপর বিল্‌স এর গবেষণা

## লকডাউনে চাকরি হারানো শ্রমিকদের ৭ শতাংশ এখনো বেকার, গড়ে আয় কমেছে ৮ শতাংশ

করোনা মহামারীকালে লকডাউনে ঢাকা শহরের পরিবহন, দোকান-পাট এবং হোটেল-রেস্তোরা খাতে চাকরি হারিয়েছেন ৮৭ শতাংশ শ্রমিক। চাকরি হারানো শ্রমিকদের ৭ শতাংশ এখনো বেকার এবং গড়ে তাদের আয় কমেছে ৮ শতাংশ। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স এর "ঢাকা শহরের পরিবহন, দোকান-পাট এবং হোটেল-রেস্তোরা খাতের শ্রমিকদের উপর সাম্প্রতিক লকডাউনের প্রভাব নিরূপন" শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে।

১৩ জানুয়ারি ২০২২ ধানমন্ডির বিল্‌স সেমিনার হলে আয়োজিত গবেষণা ফলাফল নিয়ে মিডিয়া ব্রিফিংয়ে প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করা হয়। গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন করেন বিল্‌স উপ-পরিচালক (গবেষণা) মোঃ মনিরুল ইসলাম। আরো উপস্থিত ছিলেন বিল্‌স ভাইস চেয়ারম্যান আমিরুল হক আমিন, পরিচালক কোহিনূর মাহমুদ এবং নাজমা ইয়াসমীন প্রমুখ।

গবেষণায় দেখা গেছে লকডাউনে (৫ এপ্রিল থেকে ১০ আগস্ট ২০২১ পর্যন্ত) চাকরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৮৭ শতাংশ শ্রমিকের। সবচেয়ে বেশি পরিবহন খাতের শ্রমিকদের ৯৫ শতাংশ, দোকান পাট শ্রমিকদের ৮৩ শতাংশ এবং হোটেল-রেস্তোরা খাতের শ্রমিকদের ৮২ শতাংশ কর্মসংস্থান হারান। লকডাউন পরবর্তী সময়ে ৯৩ শতাংশ শ্রমিক চাকরিতে পুনর্বহাল হয়েছেন, ৭ শতাংশ শ্রমিক এখনো বেকার রয়েছেন। তবে লকডাউন সময়ে এসব খাতে খন্ডকলীন শ্রমিকদের কর্মসংস্থান বেড়েছিলো ২১৫ শতাংশ।

অন্যদিকে লকডাউনে তিনটি খাতে কার্যদিবস কমেছিল ৭৩ শতাংশ। সবচেয়ে বেশি ৯২ শতাংশ কার্য দিবস কমেছে পরিবহন খাতে। লকডাউন পরবর্তী সময়ে অবশ্য কাজের চাপ বেড়েছে, কার্যদিবস এবং কর্মঘন্টা আগের তুলনায় বেড়ে গেছে।

গবেষণায় দেখা গেছে লকডাউনে তিনটি খাতের শ্রমিকদের আয় গড়ে ৮১ শতাংশ কমেছে। সবচেয়ে বেশি পরিবহন খাতের শ্রমিকদের ৯৬ শতাংশ এবং হোটেল-রেস্তোরা খাতের শ্রমিকদের আয় কমেছে ৮৩ শতাংশ। যেখানে লকডাউনের আগে মাসিক গড় আয় ছিল ১৩৫৭৮ টাকা সেটা লকডাউন সময়ে নেমে এসেছিল ২৫২৪ টাকায় এবং লকডাউন পরবর্তী সময়ে আয় দাঁড়িয়েছে ১২৫২৯ টাকা। অর্থাৎ লকডাউন পরবর্তী সময়েও ৮ শতাংশ আয়ের ঘাটতি থাকছে।

লকডাউনে শ্রমিকদের পরিবারে আয় এবং ব্যয়ের ঘাটতি ছিল প্রায় ৭৭ শতাংশ, সর্বোচ্চ ৯৭ শতাংশ পরিবহন খাতের এবং সর্বনিম্ন ৪৬ শতাংশ রয়েছে খুচরা দোকান বিক্রেতা খাতের শ্রমিক পরিবারের। ২০ শতাংশ শ্রমিক পরিবার সম্পত্তি বিক্রয়, খাবার কমিয়ে দেওয়া এবং সন্তানদের কাজে পাঠানোর মাধ্যমে পরিবারের ব্যয় নির্বাহ করেছেন। এছাড়া ৮০ শতাংশ শ্রমিক পরিবার ধার করে এবং সঞ্চয় কমিয়ে পরিবারের ব্যয় নির্বাহ করছেন। লকাডাউন পরবর্তী সময়ে সঞ্চয় কমেছে ৬৪ শতাংশ এবং সঞ্চয়কারীর সংখ্যা কমেছে ৫০ শতাংশ।

এছাড়া লকডাইনে উল্লেখিত তিনটি খাতের শ্রমিকদের মাত্র ১ শতাংশেরও নিচে সরকারি বিভিন্ন সহায়তা পেয়েছেন। তারমধ্যে রয়েছে কম মূল্যে খাদ্য সহায়তা এবং নগদ টাকা। গবেষণা অনুযায়ী ৩৬ শতাংশ শ্রমিক কোভিডের টিকা নিয়েছেন এবং ৬৪ শতাংশ শ্রমিক এখনো টিকার আওতার বাহিরে রয়েছেন।

এসময় বেসরকারিখাতে কর্মরত শ্রমিকদের একটি পূর্ণাঙ্গ ডেটাবেস প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা; একটি পরিপূর্ণ পরিকল্পনার আওতায় বেসরকারিখাতের শ্রমিকদেরকে ক্রমান্বয়ে পেশা উল্লেখসহ পরিচয়পত্র প্রদান; দুর্যোগকালীন সময়ে বেসরকারিখাতে কর্মরত শ্রমিকদেরকে সহায়তার জন্য একটি সঠিক ও কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ; অগ্রাধিকারভিত্তিতে, বেসরকারিখাতের শ্রমিকদেরকে করোনা টিকা প্রদান নিশ্চিত করা; বেসরকারিখাতের শ্রমিকদেরকে সামাজিকভাবে সুরক্ষার জন্য বাধ্যতামূলকভাবে বীমা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা সহ করোনা মহামারীর বাস্তবতায় বেসরকারিখাতে নিয়োজিত পরিবহন শ্রমিক, হোটেল-রেস্তোরা শ্রমিক, এবং দোকান শ্রমিকদেরকে সুরক্ষার জন্য ১০ দফা সুপারিশ তুলে ধরা হয়।

# শোভন কর্মপরিবেশ উন্নয়নে সহায়তা দেবে আইএলও

করোনার ক্ষতি থেকে অর্থনীতির দ্রুত পুনরুদ্ধারে উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর লক্ষ্য রয়েছে সরকারের। শোভন কর্মপরিবেশ এবং কাজের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সমতা উন্নয়নেও কাজ করছে সরকার। সরকারের এসব লক্ষ্য অর্জনে সহযোগিতা দেবে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)। সরকার, নিয়োগকর্তা ও শ্রমিক সংগঠনগুলোর সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করবে সংস্থাটি। এ বিষয়ে একটি সমঝোতা চুক্তি সই হয়েছে ৩১ মার্চ ২০২২। বাংলাদেশের জন্য প্রস্তুত চতুর্থ ডিসেন্ট ওয়ার্ক কান্ট্রি প্রোগ্রামের (ডিডব্লিউসিপি) উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এ চুক্তি সই হয়।

রাজধানীর র‍্যাডিসন হোটেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এ চুক্তিতে সই করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. এহসান-ই-এলাহী, বাংলাদেশে আইএলওর কান্ট্রি ডিরেক্টর টুওমো পুটিয়াইনেন, ন্যাশনাল কোঅর্ডিনেশন কমিটি অন ওয়ার্কার্স এডুকেশনের (এনসিসিডব্লিউই) চেয়ারম্যান মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ এবং বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের (বিইএফ) সভাপতি আরদাশির কবির। শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন।

আইএলওর ঢাকা অফিসের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ডিসেন্ট ওয়ার্ক কান্ট্রি প্রোগ্রাম অনুযায়ী, বাংলাদেশ সরকারের লক্ষ্য অর্জন করতে কৌশলগত নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোর উন্নতি প্রয়োজন। এ ছাড়া অন্তর্ভুক্তিমূলক, ন্যায্য ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবং সবার জন্য শোভন কাজ ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে তার লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে। এসব লক্ষ্য অর্জনে সব ধরনের সহযোগিতা দেবে আইএলও। আগামী ২০২৬ সাল পর্যন্ত এ কর্মসূচি চলবে।

ডিসেন্ট ওয়ার্ক কান্ট্রি প্রোগ্রাম হচ্ছে কোনো দেশে আইএলওর স্বতন্ত্র বৈশ্বিক অবস্থানের ভিত্তিতে সে দেশের শ্রমবিষয়ক কার্যক্রমে সহযোগিতা দেওয়ার কৌশলগত কাঠামো। এর মাধ্যমে সবার জন্য শোভন কাজের প্রসারে নিজেদের দক্ষতা কাজে লাগিয়ে উপযুক্ত কাজের পরিবেশ তৈরি হতে পারে।

অনুষ্ঠানে শ্রম প্রতিমন্ত্রী বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন, করোনার প্রভাব ও চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ফলে কর্মসংস্থানের পরিবর্তন হচ্ছে। এ কারণে অর্থনৈতিক এবং কর্মসংস্থানের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নিয়েছে সরকার। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় টেকসই এবং দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন অর্জনে আরও বেশি মনোনিবেশ করতে হবে। যাতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি সবার জন্য শোভন কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা যায়।

আইএলওর কান্ট্রি ডিরেক্টর বলেন, বাংলাদেশে কর্ম পরিবেশ আধুনিক করা কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে ডিসেন্ট ওয়ার্ক কান্ট্রি প্রোগ্রাম। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব মো. কামাল হোসেন, এফবিসিসিআই সভাপতি মো. জসিম উদ্দিন, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) মহাপরিচালক মো. শহিদুল আলম প্রমুখ।

*তথ্যসূত্র: সমকাল; ০১ এপ্রিল ২২*

## সামাজিক সুরক্ষা খাত

# সামাজিক উপকারভোগী, ভাতা বাড়ানোর উদ্যোগ

বয়স্ক ভাতার আওতায় এখন একজন ব্যক্তি মাসে ৫০০ টাকা করে পান। আগামী ২০২২-২৩ অর্থবছর থেকে মাসিক এ ভাতার পরিমাণ ১০০ টাকা বাড়িয়ে ৬০০ টাকা করতে চায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়। চলতি অর্থবছরের বাজেটে বয়স্ক ভাতার আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা ৫৭ লাখ। আগামী অর্থবছর আরও সাড়ে ১১ লাখ মানুষকে ভাতার আওতায় আনার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

সুবিধাভোগীর সংখ্যা ও ভাতার পরিমাণ বাড়লে স্বাভাবিকভাবেই বয়স্ক ভাতা খাতে বরাদ্দ বাড়াতে হবে। চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটে এ খাতে বরাদ্দ ছিল ৩ হাজার ৪৪৪ কোটি টাকা। আগামী অর্থবছরে তা বাড়িয়ে ৪ হাজার ৯৬৬ কোটি টাকার প্রস্তাব করেছে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়।

বয়স্ক ভাতার পাশাপাশি আগামী অর্থবছর থেকে বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতার আওতায় উপকারভোগী এবং ভাতার পরিমাণও বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রতিবন্ধী ভাতা, খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানীও বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে আগামী অর্থবছরের বাজেটে।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসংক্রান্ত মন্ত্রিসভার কমিটির ২৮তম বৈঠকে সুবিধাভোগীর সংখ্যা ও ভাতার পরিমাণ বাড়ানোর প্রস্তাব উত্থাপন করা হবে। এ কমিটির প্রধান অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল।

জানতে চাইলে সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী আশরাফ আলী খান বলেন, 'আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে দেশের সব উপজেলায় ভাতা পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিকে বয়স্ক ভাতার আওতায় আনা। সরকার সে লক্ষ্যে কাজ করছে। এখন ১৬২টি উপজেলায় ভাতা পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিকে বয়স্ক ভাতা দেওয়া হচ্ছে।' প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'আমরা চাই ভাতার পরিমাণ ও উপকারভোগীর সংখ্যা বাড়াতে। আগামী অর্থবছরের বাজেটে বয়স্ক ভাতার পাশাপাশি অন্যান্য ভাতার পরিমাণও বাড়বে।'

বর্তমানে মুক্তিযুদ্ধের বীরশ্রেষ্ঠ খেতাবপ্রাপ্তের পরিবার মাসিক ৬৫ হাজার টাকা করে সম্মানী পান। আগামী বাজেটে সেই সম্মানী ৫ হাজার টাকা বাড়িয়ে ৭০ হাজার টাকা করার প্রস্তাব করেছে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়। একইভাবে বীর উত্তম খেতাবপ্রাপ্ত ও তাঁদের পরিবারের সম্মানী ২৫ হাজার থেকে বাড়িয়ে ৩৫ হাজার টাকা, বীর বিক্রমের

সম্মানী ২০ হাজার থেকে বেড়ে ৩০ হাজার টাকা ও বীর প্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ২০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ২৫ হাজার টাকা করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

সেই সঙ্গে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানীও বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। এ শ্রেণির যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধার সম্মানী ৪৫ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫০ হাজার টাকা, বি শ্রেণির ক্ষেত্রে ৩৫ হাজার থেকে বাড়িয়ে ৪০ হাজার টাকা করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এ ছাড়া স্বাধীনতা দিবসে একজন মুক্তিযোদ্ধাকে ১০ হাজার টাকা ও বাংলা নববর্ষ ভাতা ৫ হাজার টাকা করে দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।

একাধিক মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, আগামী অর্থবছরের বাজেটে বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা নারীদের ভাতার পরিমাণ ১০০ টাকা করে বাড়তে পারে। অর্থাৎ মাসিক ভাতা ৫০০ টাকার স্থলে ৬০০ টাকা করার প্রস্তাব করেছে মন্ত্রণালয়। এ খাতে এখন উপকারভোগী ২৫ লাখ। আগামী অর্থবছর উপকারভোগীর সংখ্যা বাড়িয়ে সাড়ে ৩১ লাখ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। চলতি বছরের বাজেটে বিধবা ভাতা খাতে বরাদ্দ আছে ১ হাজার ৪৯৫ কোটি টাকা। আগামী অর্থবছর এ খাতে বরাদ্দ বাড়িয়ে ২ হাজার ২৯৪ কোটি টাকা করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের বাজেটে প্রতিবন্ধী ভাতা বাবদ বরাদ্দ আছে ১ হাজার ৮২০ কোটি টাকা। এ খাতে উপকারভোগী আছেন ২১ লাখ। আগামী বাজেটে এ খাতে উপকারভোগীর সংখ্যা বাড়িয়ে ২৪ লাখে উন্নীত করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এ জন্য বরাদ্দ বাড়িয়ে আগামী বাজেটে ২ হাজার ৪২৯ কোটি টাকা করার প্রস্তাব করেছে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়।

ক্যানসার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোক, পক্ষাঘাতগ্রস্ত ও থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য চলতি বাজেটে ১৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। আগামী বাজেটে এ খাতে বরাদ্দ ৫০ কোটি টাকা বাড়িয়ে ২০০ কোটি টাকা করার প্রস্তাব করেছে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়। বর্তমানে ক্যানসার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোক, পক্ষাঘাতগ্রস্ত ও থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের জনপ্রতি এককালীন ৫০ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়।

পরিকল্পনা কমিশন সূত্র বলছে, ২০১৫ সালে সরকার জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র অনুমোদন করে। ওই কৌশলপত্রে ৯০ বছরের বেশি বয়স্ক ব্যক্তির জন্য মাসিক ভাতা ৩ হাজার টাকা করার প্রস্তাব ছিল। কিন্তু তা এত বছর কার্যকর করা যায়নি।

*তথ্যসূত্র: প্রথম আলো; ৮ এপ্রিল ২০২২*

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন

# কর্মক্ষেত্রে নারীর আইনি সুরক্ষায় বাংলাদেশ তলানিতে

কর্মক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় নারীর আইনি সুরক্ষা পাওয়ার দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বে পেছনের সারির দেশগুলোর মধ্যে একটি। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের চেয়ে খারাপ অবস্থায় আছে মাত্র আফগানিস্তান। বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ১৭৪তম, যা গত বছর ছিল ১৭১তম। দক্ষিণ এশিয়ার আট দেশের মধ্যে বাংলাদেশ সপ্তম।

বিশ্বব্যাংকের 'ওমেন, বিজনেস অ্যান্ড দ্য ল ২০২২' শীর্ষক সূচকে এই চিত্র উঠে এসেছে। প্রতিবেদনটি ১ মার্চ ওয়াশিংটন থেকে প্রকাশিত হয়। এতে বিশ্বের ১৯০টি দেশের নারীর কর্মক্ষেত্র ও ব্যবসা-বাণিজ্যে আইনি সুরক্ষার চিত্র তুলে ধরা হয়। আন্তর্জাতিক নারী দিবসকে সামনে রেখে এটি প্রকাশ করা হয়েছে।

আটটি সূচকের ওপর ভিত্তি করে বিশ্বব্যাংক প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে। এগুলো হলো কাজের জন্য বিচরণ-সুবিধা; কর্মপরিবেশ; বেতন-মজুরি; বিবাহ; অভিভাবকত্ব; উদ্যোক্তা; সম্পদ ও সরকারি ভাতা। এই আট সূচকের মধ্যে কাজ খোঁজার সূচকে বাংলাদেশে নারী ও পুরুষের আইনি সমতা আছে। কাজ খুঁজতে নারীদের কোনো বাধা নেই। বাকি কোনো সূচকেই নারী-পুরুষের আইনি সমতা নেই।

সবচেয়ে খারাপ অবস্থা বেতন-মজুরি ও ভাতাসুবিধা এবং সন্তানের অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে। বেতন-মজুরি এবং কর্মকালীন ও অবসরকালীন ভাতা পাওয়ার ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষের তুলনায় ৪ ভাগের ১ ভাগ আইনি সুরক্ষা পান। এই দুর্বলতায় ওই দুটি সূচকে বৈষম্য সবচেয়ে বেশি। তারা আইনি প্রতিকার কম পান। সার্বিকভাবে সূচকে বাংলাদেশ নারী-পুরুষের আইনি সুরক্ষায় ৪৯ দশমিক ৪ পয়েন্ট পেয়েছে। এর মানে হলো, সমান অধিকার পাওয়ার ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষের তুলনায় অর্ধেকের কম আইনি সুরক্ষা পান না। এবারের সূচকে বৈশ্বিক ও দক্ষিণ এশিয়ায় গড় স্কোর যথাক্রমে ৭৬ দশমিক ১ ও ৬৩ দশমিক ৭। বাংলাদেশে দুটোতেই কাঙ্খিত মানের চেয়ে পিছিয়ে রয়েছে।

প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, নারীর চলাচলের স্বাধীনতায় বাংলাদেশের স্কোর ১০০, কর্মক্ষেত্রে ৫০, কাজ করার জন্য বেতন পাওয়ার ক্ষেত্রে ২৫, ব্যবসা পরিচালনা করার ক্ষেত্রে ৭৫, সম্পত্তির অধিকারে ৪০, বিয়ে করা ৬০, সন্তান নেয়া ২০ এবং পেনশন পাওয়ার ক্ষেত্রে স্কোর ২৫।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ৯০ স্কোর নিয়ে শীর্ষস্থানে রয়েছে নেপাল। দেশটির অবস্থান ৯০তম। এছাড়া ভারতের অবস্থান ১২০ (স্কোর ৭৪.৪), মালদ্বীপ ১২২ (স্কোর ৭৩.৮), ভুটান ১২৭ (স্কোর ৭১.৯), শ্রীলংকা ১৪৩

(স্কোর ৬৫.৬), পাকিস্তান ১৬৭ (স্কোর ৫৫.৬) এবং আফগানিস্তান ১৮৪ (স্কোর ৩৮.১)। প্রতিবেদনে দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষেত্রে বলা হয়, এ অঞ্চল বিশ্বের অন্য অঞ্চলের চেয়ে তুলনামূলক বেশি এগিয়েছে। বাংলাদেশ, ভারত ও নেপাল কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি রোধে আইন করেছে। মালদ্বীপ কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির প্রতিকারের ব্যবস্থা করেছে।

অর্থনীতিবিদরা বলছেন, ব্যবসা-বাণিজ্যে, কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বৈষম্য কমাতে বাংলাদেশে শক্তিশালী আইন নেই। ফলে ঘরের বাইরে এসে নারীরা কাজ করতে নিরাপদ বোধ করেন না। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে কোনো আইন করা হয়নি। বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ১২টি দেশে নারী-পুরুষের আইনি সুরক্ষা সমান।

এগুলো হচ্ছে-বেলজিয়াম, কানাডা, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, গ্রিস, আইসল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, লাটভিয়া, লুক্সেমবার্গ, পর্তুগাল, স্পেন ও সুইডেন। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, বিশ্বে পুরুষরা যেসব আইনি সুরক্ষা পায়, নারীরা তার চার ভাগের তিন ভাগ পায়। এ বৈষম্য নারীর চাকরি প্রাপ্তি, ব্যবসা পরিচালনা ও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথে বাধা। এখনো বিশ্বের ২৪০ কোটি নারী-পুরুষের মতো সমান পছন্দের কর্মসংস্থানে যাওয়ার ক্ষেত্রে আইনি বাধার মুখে।

*তথ্যসূত্র: যুগান্তর; ৩ মার্চ ২০২২*

যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিবেদন

## সংগঠনের স্বাধীনতা, শ্রম অধিকারে এখনো ঘাটতি

বাংলাদেশে শ্রমিকদের সংগঠন করার স্বাধীনতা ও শ্রম অধিকার আইনে এখনো ঘাটতি দেখছে যুক্তরাষ্ট্র। ১ মার্চ ২০২২ মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধির (ইউএসটিআর) দপ্তর প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনে বাংলাদেশের শ্রম পরিস্থিতি নিয়ে ইউএসটিআরের পর্যবেক্ষণ স্থান পেয়েছে। ওই প্রতিবেদনে চলতি ২০২২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের বাণিজ্য নীতির বিভিন্ন এজেন্ডাও তুলে ধরা হয়েছে।

ইউএসটিআরের বার্ষিক প্রতিবেদনে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, ‘বাংলাদেশে শ্রমিকদের নিরাপত্তা এবং শ্রমিকদের অধিকারের ঘাটতি পর্যালোচনার পর যুক্তরাষ্ট্র ২০১৩ সালে বাংলাদেশের জিএসপি সুবিধা বাতিল করে।

২০২০ সালের মার্চে যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ সহযোগিতা ও সহজীকরণ চুক্তির (টিকফা) আওতায় কাউন্সিলের বৈঠক এবং এ খাতে বেশ কিছু সম্পৃক্ততার পরও সংগঠনের স্বাধীনতা এবং শ্রমিক অধিকার আইনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি।’

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২১ সালের আগস্টে নতুন শিল্প নেতৃত্বাধীন উদ্যোগের সফল আলোচনাসহ বেসরকারি খাতের প্রতিষ্ঠানগুলো শ্রমিকদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে কিছু অগ্রগতি করেছে। তবে প্রচেষ্টাগুলো বাংলাদেশি কর্তৃপক্ষের বাধার শিকার হচ্ছে।

গত বছর শ্রম খাত নিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পৃক্ততার বিষয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইলেকট্রনিক পণ্যের বাণিজ্যে প্রযুক্তিগত বাধা, ডিজিটাল বাণিজ্যকে প্রভাবিত করে এমন নীতিগত উন্নয়ন, ডিজিটাল কন্টেন্ট, ক্লাউড পরিষেবার বিধান, কৃষি ও অকৃষি খাতের জন্য বাজারে প্রবেশাধিকার সুবিধাসহ মেধাসত্ব (আইপি) সুরক্ষা এবং প্রয়োগসহ গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য বিষয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র পুরোপুরি সম্পৃক্ত ছিল।

শ্রমিকদের অধিকারের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান নেওয়ার বিষয়টি চলতি বছর বাইডেন প্রশাসনের বাণিজ্যনীতির অগ্রাধিকারের তালিকায় শীর্ষে আছে। এ ছাড়া কার্বন নিঃসরণ কমানো ত্বরান্বিত করা এবং টেকসই পরিবেশগত অনুশীলনের প্রচার, যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিকে সহায়তা করা, সরবরাহ শৃঙ্খলা, স্থিতিস্থাপকতা জোরদার, কভিড-১৯ মহামারি মোকাবেলা, যুক্তরাষ্ট্র-চীন বাণিজ্য সম্পর্ককে আবারো নতুন করে সাজানো, মূল বাণিজ্যিক অংশীদার এবং বহুপক্ষীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ততা, আস্থা সৃষ্টি, অন্তর্ভুক্তিমূলক, টেকসই বাণিজ্য নীতি এবং ন্যায্যতার সুবিধার্থে অংশীদারদের সঙ্গে বড় পরিসরে সম্পৃক্ততার কথাও বাইডেনের বাণিজ্যনীতির অগ্রাধিকারে স্থান পেয়েছে।

চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য সম্পর্ক নতুন করে সাজানো প্রসঙ্গে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্বের দুই বৃহত্তম অর্থনীতি হিসাবে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক সারা বিশ্বে প্রভাব ফলে। বাইডেন প্রশাসন স্বীকার করে, এই সম্পর্ক জটিল এবং প্রতিযোগিতামূলক। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, যুক্তরাষ্ট্র ও চীন অংশীদার এবং প্রতিযোগী উভয়ই হতে পারে। তবে যেকোনো প্রতিযোগিতা অবশ্যই ন্যায্য হতে হবে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চীন অযথা কিছু পণ্যের উৎপাদনকে কেন্দ্রীভূত করার মাধ্যমে সরবরাহ ব্যবস্থার স্থিতিস্থাপকতাকে ক্ষুনবন করে। এটি দীর্ঘমেয়াদে ভোক্তাদের ক্ষতি করে। ভোক্তারা ন্যায্য প্রতিযোগিতার উদ্ভাবন এবং পছন্দ থেকে বঞ্চিত হয়।

*তথ্যসূত্র: কালের কণ্ঠ; ২ মার্চ ২০২২*

## আইএলও কনভেনশনে অনুসমর্থন

# ১৪ বছরের আগে কাজে যোগদান নিষিদ্ধ

দেশে ১৪ বছরের কম বয়সের শিশুদের কাজে যোগদান নিষিদ্ধ করার আন্তর্জাতিক সনদে স্বাক্ষর করেছে সরকার। ২২ মার্চ ২০২২ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) এ সংক্রান্ত ১৩৮ নম্বর কনভেনশনে স্বাক্ষর করে বাংলাদেশ। সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় আইএলওর সদর দপ্তরে স্বাক্ষর করা কনভেনশনের অনুসমর্থনপত্রটি সংস্থাটির মহাপরিচালক গাই রাইডারের হাতে তুলে দেন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান। এর মাধ্যমে

আইএলওর সব কটি মৌলিক কনভেনশনে অনুসমর্থন করল বাংলাদেশ। মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে শ্রম প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশ ইতিমধ্যে জবরদস্তিমূলক শ্রমসংক্রান্ত আইএলও কনভেনশন, ১৯৩০-এর প্রটোকল ২০১৪ অনুসমর্থন করেছে। এখন কনভেনশন ১৩৮ অনুসমর্থনের মাধ্যমে সব মৌলিক কনভেনশন এবং এসংক্রান্ত প্রটোকল অনুসমর্থন করল।'

বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতে কাজ করে যাচ্ছেন উল্লেখ করে বেগম মন্নুজান সুফিয়ান বলেন, '১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ আইএলওর ৫টি মৌলিক কনভেনশনসহ ২৯টি দলিলে অনুসমর্থন করে। সরকার আইএলও শ্রমমান বজায় রাখতে সব সময় অঙ্গীকারবদ্ধ।'

শ্রম প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অনুযায়ী, সব খাত থেকে শিশুশ্রম নিরসন করা হবে। সম্প্রতি সরকার নতুন করে আরও পাঁচটি খাতকে শিশুশ্রমের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ খাত হিসেবে ঘোষণা করেছে।

*তথ্যসূত্র: প্রথম আলো; ২৩ মার্চ ২০২২*

## সার্বজনীন পেনশনের খসড়া প্রকাশ

সার্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা চালু করতে 'জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২২'-এর খসড়া প্রকাশ করা হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে এটি প্রকাশ করা হয়। এতে সার্বজনীন পেনশনের কাঠামো কেমন হবে, অর্থ কীভাবে জমা নেওয়া হবে, কীভাবে এবং কখন পেনশন দেওয়া হবে তার বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে।

বাংলাদেশ বর্তমানে জনসংখ্যার ডিভিডেন্ডের (ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড) স্বর্ণযুগে অবস্থান করছে। একটি দেশের জনসংখ্যার বয়সভিত্তিক কাঠামো অনুযায়ী কর্মক্ষম জনসংখ্যা (১৫-৬৪ বছর) যখন নির্ভরশীল জনসংখ্যাকে (০-১৪ বছর এবং ৬৫ বছরের উর্ধ্বে) ছাড়িয়ে যায় তখন সে দেশে একটি সুযোগের সৃষ্টি হয়, যে সুযোগ কাজে লাগিয়ে তার অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থানের উন্নতি সাধন করতে পারে। জনমিতির ভাষায়, এই অবস্থানকে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড বলা হয়। কিন্তু এখনকার এই বিশাল কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীই আগামীতে দেশের বয়স্ক মানুষের বৃহৎ অংশ হবে। তখন তারা অন্যের ওপর

নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। সে সময় যাতে দেশের বয়স্ক মানুষকে অর্থসঙ্কটে পড়তে না হয় বা অন্যের ওপর নির্ভশীল হতে না হয় সেজন্য সরকার সার্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ নিয়েছে। শুধু তাই নয়, গড় আয়ু বৃদ্ধির কারণে ক্রমবর্ধমান বয়স্ক জনগোষ্ঠীকে একটি টেকসই ও সুসংগঠিত সামাজিক নিরাপত্তার বলয়েও আনা হবে এই পেনশনের মাধ্যমে।

সার্বজনীন পেনশনের কাঠামোর বিষয়ে বলা হয়েছে, জাতীয় পরিচয়পত্রকে ভিত্তি ধরে সার্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনার আওতায় ১৮ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়স থেকে ৫০ বছর বয়সি সব বাংলাদেশি নাগরিক এতে অংশ নিতে পারবে। বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশি কর্মীরাও এ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে। অন্য আইনে যা-ই থাকুক না কেন, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন না হওয়া পর্যন্ত সরকারি ও আধাসরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারীরা সার্বজনীন পেনশন ব্যবস্থার বাইরে থাকবেন। সরকার গেজেটে বাধ্যতামূলক করে প্রজ্ঞাপন না করা পর্যন্ত, প্রাথমিকভাবে সার্বজনীন পেনশন ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্তি স্বেচ্ছাধীন থাকবে।

সার্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্তির পর একজন চাঁদাদাতা ধারাবাহিকভাবে কমপক্ষে ১০ বছর চাঁদা দেওয়া সাপেক্ষে মাসিক পেনশন পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করবেন এবং বয়স ৬০ বছরপূর্তিতে পেনশন তহবিলে পুঞ্জীভূত মুনাফাসহ জমার বিপরীতে পেনশন দেওয়া হবে।

খসড়া আইনে উল্লেখ করা হয়, প্রত্যেক চাঁদাদাতার জন্য একটি পৃথক ও স্বতন্ত্র পেনশন হিসাব থাকবে, যা এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি অনুযায়ী পরিচালিত হবে। চাকরিরত চাঁদাদাতারা চাকরি পরিবর্তন করলেও পূর্ববর্তী হিসাব নতুন কর্মস্থলের বিপরীতে স্থানান্তরিত হবে, নতুনভাবে হিসাব খোলার প্রয়োজন হবে না। কর্তৃপক্ষ মাসিক সর্বনিম্ন চাঁদার হার নির্ধারণ করবে। মাসিক ও ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে চাঁদা দেওয়া যাবে এবং অগ্রিম ও কিস্তিতে জমার সুযোগ থাকবে। মাসিক চাঁদা দিতে বিলম্ব হলে, বিলম্ব ফিসহ বকেয়া চাঁদা পরিশোধ করে পেনশন হিসাব সচল রাখা যাবে এবং বিলম্ব ফি চাঁদাদাতার নিজ হিসাবে জমা হবে। পেনশনাররা ৭৫ বছর বয়স পর্যন্ত পেনশন সুবিধা ভোগ করবেন। ৭৫ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে মারা গেলে পেনশনারের নমিনি অবশিষ্ট সময়ের জন্য মাসিক পেনশন প্রাপ্য হবেন। কমপক্ষে ১০ বছর চাঁদা দেওয়ার আগে চাঁদাদাতা মারা গেলে জমা দেওয়া অর্থ মুনাফাসহ তার নমিনিকে ফেরত দেওয়া হবে।

খসড়া আইনে বলা হয়েছে, পেনশন তহবিলে জমা অর্থ এককালীন উত্তোলনের সুযোগ থাকবে না। তবে চাঁদাদাতার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ অর্থের সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ ঋণ হিসেবে উত্তোলন করা যাবে, যা ধার্য করা ফিসহ পরিশোধ করতে হবে। পরিশোধিত অর্থ চাঁদাদাতার হিসাবেই জমা হবে। পেনশনের জন্য নির্ধারিত চাঁদা বিনিয়োগ হিসেবে গণ্য করে কর রেয়াতের জন্য বিবেচিত হবে এবং মাসিক পেনশনবাবদ প্রাপ্ত অর্থ আয়করমুক্ত থাকবে।

এতে আরও বলা হয়, সার্বজনীন পেনশন পদ্ধতিতে সরকারি অথবা আধাসরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত অথবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অংশ নিতে পারবে। এক্ষেত্রে কর্মী ও প্রতিষ্ঠানের চাঁদার অংশ জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করবে। এ ছাড়া সরকার সময় সময় প্রজ্ঞাপন জারিসাপেক্ষে নিম্ন আয়সীমার নিচের নাগরিকদের অথবা

দুস্থ চাঁদাদাতার ক্ষেত্রে পেনশন তহবিলে মাসিক চাঁদার একটি অংশ অনুদান হিসেবে দিতে পারবে এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয় এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত হবে।

খসড়ায় উল্লেখ করা হয়েছে, আইন কার্যকরের পর জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ গঠন করা হবে, একজন নির্বাহী চেয়ারম্যান ও চারজন সদস্য সমন্বয়ে এ কর্তৃপক্ষ গঠন করা হবে। এ ছাড়া অর্থমন্ত্রীকে চেয়ারম্যান করে ১৫ সদস্যের একটি গভর্নিং বোর্ড থাকবে। এ বিষয়ে আরও বলা হয়, আইন কার্যকরের পর সরকার দ্রুত এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দিয়ে 'জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ' নামে একটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করবে।

কর্তৃপক্ষ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হবে এবং এর স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও সাধারণ সিলমোহর থাকবে। এই আইন বা এর অধীনে প্রণীত বিধি বা প্রবিধানসাপেক্ষে এর স্থাবর বা অস্থাবর উভয় ধরনের সম্পত্তি অর্জন করার, অধিকারে রাখার বা হস্তান্তর করার ক্ষমতা থাকবে এবং এটি নিজ নাম ব্যবহারে মামলা করতে পারবে। এর বিরুদ্ধেও মামলা করা যাবে।

কর্তৃপক্ষের কার্যালয়ের বিষয়ে বলা হয়েছে, কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকবে এবং কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, দেশের যেকোনো স্থানে এর শাখা কার্যালয় স্থাপন করতে পারবে। কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নিয়োগ দেবে সরকার এবং তাদের চাকরির মেয়াদ ও শর্ত সরকার এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারণ করবে। তবে বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত গেজেটে আদেশ জারির মাধ্যমে মেয়াদ নির্ধারণ করতে পারবে। সরকার কর্তৃপক্ষসহ সার্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহ করবে।

গভর্নিং বোর্ড গঠন বিষয়ে বলা হয়, সরকার প্রজ্ঞাপন দিয়ে অর্থমন্ত্রীকে চেয়ারম্যান করে ১৫ সদস্যের সমন্বয়ে একটি পেনশন গভর্নিং বোর্ড গঠন করবে। বোর্ডে থাকবেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, অর্থ বিভাগের সিনিয়র সচিব বা সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব বা সচিব, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বা সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বা সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বা সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বা সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সিনিয়র সচিব বা সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সিনিয়র সচিব বা সচিব, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান, এফবিসিসিআই সভাপতি, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের সভাপতি, বাংলাদেশ উইমেন চেম্বারের সভাপতি এবং একজন নির্বাহী চেয়ারম্যান- যিনি এর সদস্য সচিবও হবেন।

খসড়া আইনে গভর্নিং বোর্ডের কাজের পরিধিও বলে দেওয়া হয়েছে। এতে বলা হয়, প্রয়োজনে যেকোনো ব্যক্তিকে গভর্নিং বোর্ডের সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবে বা সভায় অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানাতে পারবে। গভর্নিং বোর্ড বছরে কমপক্ষে চারটি সভা করবে। নির্বাহী চেয়ারম্যান গভর্নিং বোর্ডের চেয়ারম্যানের সঙ্গে পরামর্শক্রমে গভর্নিং বোর্ডের সভা আহ্বান করবেন এবং এ ধরনের সভা গভর্নিং বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্ধারিত সময় ও স্থানে অনুষ্ঠিত হবে। বোর্ড সভার সংখ্যা, কোরাম, নোটিস জারি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, ইত্যাদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হবে।

*তথ্যসূত্র: সময়ের আলো; ৩১ মার্চ ২০২২*

# বিল্‌স সংবাদ

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২২ উপলক্ষে বিল্‌স সুনীতি প্রকল্প আয়োজিত মানববন্ধন ও র‍্যালি

## অধিকার, মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতে গৃহশ্রমিকদের শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্তির দাবি

গৃহশ্রমিকের অধিকার, মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্তির দাবি জানিয়েছেন ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ। "টেকসই আগামীর জন্য জেন্ডার সমতাই আজ অগ্রগণ্য" এই শ্লোগানকে সামনে রেখে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আজ ৮ মার্চ ২০২২ (মঙ্গলবার), শাহবাগ জাতীয় জাদুঘরের সামনে বিল্‌স সুনীতি প্রকল্পের উদ্যোগে এবং অক্সফ্যাম বাংলাদেশ ও গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স কানাডার সহযোগিতায় আয়োজিত মানববন্ধন ও র‍্যালিপূর্ব সমাবেশে বক্তারা এ দাবি জানান।

মানববন্ধন ও র‍্যালিপূর্ব সমাবেশে বক্তারা বলেন, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে গৃহকর্মে নিযুক্ত শ্রমিকের উপর নির্যাতন, হত্যা ও মানবাধিকার লংঘনের মতো প্রভৃতি ঘটনা উদ্বেগজনক ভাবে বেড়ে গেছে। গৃহশ্রমিক হিসেবে যেমন তাদের রয়েছে কিছু ন্যায্য অধিকার তেমনি রয়েছে মানুষ হিসাবে মর্যাদা পাবার অধিকার। তাই 'গৃহশ্রমিক সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি ২০১৫' বাস্তবায়নের মাধ্যমে গৃহশ্রমিকদের সুরক্ষা ও কল্যাণ সর্বোপরি তাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, নির্যাতন-সহিংসতা বন্ধ এবং ন্যায্য মজুরি, ক্ষতিপূরণ ও শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার পাশাপাশি 'গৃহশ্রমিক সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি'কে আইনে পরিনত করার দাবি জানান তারা।

গৃহশ্রমিক অধিকার ও প্রতিষ্ঠা নেটওয়ার্কের ভারপ্রাপ্ত সমন্বয়কারী আবুল হোসাইন এর সঞ্চালনায় মানববন্ধন ও র‍্যালি কর্মসূচীতে আরো বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ লেবার ফেডারেশনের সভাপতি শাহ. মোঃ আবু জাফর, জাতীয় শ্রমিক জোট বাংলাদেশের সাধারণ সম্পাদক নইমুল আহসান জুয়েল, জাতীয় শ্রমিক জোটের কার্যকরী সভাপতি মোঃ আব্দুল ওয়াহেদ, জাতীয় মহিলা শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক কাজী রহিমা আক্তার সাথী, বাংলাদেশ জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি শামীম আরা, বাংলাদেশ মুক্ত শ্রমিক ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শহীদুল্লাহ

বাদল, বিল্‌স পরিচালক নাজমা ইয়াসমীন, জাতীয় গার্হস্থ্য নারী শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মোর্শেদা আক্তার নাহার প্রমুখ। এছাড়া বিল্‌স সহযোগী জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ, গৃহশ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা নেটওয়ার্কের প্রতিনিধি, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ও সুনীতি প্রকল্পের সহযোগী সংগঠনসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে গৃহশ্রমিকরা উপস্থিত ছিলেন। এসময় গৃহশ্রমিকের অধিকার, মর্যাদার দাবিতে গণসাক্ষরতা অভিযানের পক্ষ থেকে সাক্ষর সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

এছাড়া নারী দিবস উপলক্ষে প্রকল্পের পক্ষ থেকে নারী মৈত্রী'র উদ্যোগে বিভিন্ন এলাকায় ভ্যান র‍্যালি, ইউসেপ বাংলাদেশ এর উদ্যোগে মিরপুরে আলোচনা সভা, হ্যালোটাস্ক এর উদ্যোগে গৃহশ্রমিক নিয়োগকারীদের নিয়ে আলোচনা সভা এবং রেড অরেঞ্জ এর উদ্যোগে সোশ্যাল মিডিয়া ক্যাম্পেইনের আয়োজন করা হয়েছে।

## ট্রেড ইউনিয়নের যুব নেতৃবৃন্দের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

বিল্‌স এর উদ্যোগে জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের যুব নেতবৃন্দের জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ক্যাম্প ২৫-২৬ মার্চ ২০২২ হোপ সেন্টার, সাভার, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়।

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের যুব নেতৃবৃন্দের মধ্যে সমসাময়ীক শ্রম ইস্যুতে ধারণা প্রদান, দক্ষতা উন্নয়ন, যুব নেতবৃন্দের মাঝে ইতিবাচক প্রেরণা তৈরি করা এবং ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্ব এবং উন্নয়নের জন্য যুব সংগঠকদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এ ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে যোগাযোগ দক্ষতা, কোভিডকালীণ সময়ে মানসিক স্বাস্থ্য, এসডিজি বাস্তবায়নে শ্রমজীবী মানুষ, অভিবাসী ইস্যু, মুক্তিযুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষের অংশগ্রহণ: প্রত্যাশা এবং প্রাপ্তি ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ এবং আলোচনা করা হয়।

এফইএস আবাসিক প্রতিনিধি ফেলিক্স কোলভিটজ, বিল্‌স উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য মেসবাহউদ্দীন আহমেদ, আইএলও দক্ষিণ এশিয়া'র ডিসেন্ট ওয়ার্ক টেকনিক্যাল টিমের স্পেশালিস্ট অন ওয়ার্কার্স অ্যাক্টিভিস্ট সৈয়দ সুলতান উদ্দীন আহম্মদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজের অধ্যাপক ড. জাকির হোসাইন, চ্যানেল আই এর বার্তা প্রধান মীর মাসরুর জামান, ব্রাক ইউনিভার্সিটির ড. হায়াতুন্নবী, বিল্‌স পরিচালক কোহিনূর মাহমুদ ও নাজমা ইয়াসমীন, সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার মনিরুল কবির, প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটর সায়েদুজ্জামান মিঠু প্রমুখ শিক্ষা ও ক্যাম্পে বিভিন্ন সেশন পরিচালনা করেন। বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন ফেড়ারেশনের যুব নেতৃবৃন্দ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন।

## খুলনা অঞ্চলে চিংড়ি শিল্পের অংশীজনের অংশগ্রহণে সংলাপ অনুষ্ঠিত

খুলনা অঞ্চলের চিংড়ি শিল্পের অংশীজনদের নিয়ে সংলাপ ১৪ মার্চ ২০২২ হোটেল ডি এস কনফারেন্স হল খুলনায় অনুষ্ঠিত হয়।

খুলনা অঞ্চলের চিংড়ি শিল্প নিয়ে সম্প্রতি বিল্‌স এর গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন ও ভবিষ্যত করণীয় নির্ধারণের লক্ষে এই সংলাপের আয়োজন করা হয়।

শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ) খুলনার যুগ্ম সমন্বয়কারী খালেদ হোসেন এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রম অধিদপ্তর খুলনার পরিচালক মিজানুর রহমান। অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন জাতীয় শ্রমিক লীগের রনজিৎ কুমার ঘোষ, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের মজিবর রহমান, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের এস.এম শাহাদৎ, জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশের দেলোয়ার উদ্দিন দিলু, বাংলাদেশ লেবার ফেডারেশনের মোসাঃ ডলি, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের জনার্দন দত্ত নান্টু, ট্রেড ইউনিয়ন সংঘের নজরুল ইসলাম প্রমুখ। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, শ্রম অধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠনের প্রতিনিধি, আইনজীবী, সাংবাদিক, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন এর প্রতিনিধি, বিলস্ এর প্রতিনিধি ও চিংড়ি শ্রমিকবৃন্দ।

## বিল্‌স সূচনা প্রকল্পের পরিকল্পনা সভা অনুষ্ঠিত

বিল্‌স সূচনা প্রকল্পের কর্মকর্তাদের সাথে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধিদের মধ্যে পরিকল্পনা সভা ২৭ এপ্রিল ২০২২ বিল্‌স সেমিনার হল, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। বিল্‌স সূচনা প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা এবং ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের লক্ষ্যে এ সভার আয়োজন করা হয়।

বিল্‌স পরিচালক নাজমা ইয়াসমীন, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের উপ ব্যবস্থাপক মোঃ মঞ্জুরুল আলম, গ্র্যান্ড টিম ম্যানেজার নূর-ই-আফজা, উপ প্রোগ্রাম ব্যবস্থাপক নাসরিন আহমেদ, বিল্‌স সিনিয়র অ্যাকাউন্টস অফিসার মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, প্রকল্প সমন্বয়কারী সায়েদুজ্জামান মিঠু, সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার চৌধুরী বোরহান উদ্দীন প্রমুখ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

“বাংলাদেশের শ্রম ও কর্মক্ষেত্র পরিস্থিতি বিষয়ে সংবাদপত্র ভিত্তিক বিল্স জরিপ-২০২১”

# ২০২১ সালে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় ১০৫৩ শ্রমিকের মৃত্যু

২০২১ সালে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় ১০৫৩ জন শ্রমিক নিহত এবং ৫৯৪ জন শ্রমিক আহত হন। কর্মক্ষেত্রে নির্যাতনের শিকার হন ১৪৭ জন শ্রমিক এবং আহত হন ১২৫ জন শ্রমিক। বিভিন্ন সেক্টরে ৪৩১টি শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনা ঘটে, যার মধ্যে ১৭২টি শ্রমিক অসন্তোষ ঘটে তৈরি পোশাক খাতে। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্স এর সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের উপর ভিত্তি করে “বাংলাদেশের শ্রম ও কর্মক্ষেত্র পরিস্থিতি বিষয়ে সংবাদপত্র ভিত্তিক বিল্স জরিপ-২০২১” এ এসব তথ্য তুলে ধরা হয়। জরিপে দুর্ঘটনা, নির্যাতন, শ্রম অসন্তোষ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলীর চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

জরিপের তথ্য অনুযায়ী ২০২১ সালে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় ১০৫৩ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়, এর মধ্যে ১০০৩ জন পুরুষ এবং ৫০ জন নারী শ্রমিক। খাত অনুযায়ী সবচেয়ে বেশি ৫১৩ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয় পরিবহন খাতে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৫৪ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয় নির্মাণ খাতে। তৃতীয় সর্বোচ্চ ৮৭ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয় কৃষি খাতে। এছাড়া খাদ্য উৎপাদনকারী শিল্পে ৫৫ জন, দিনমজুর ৪৬ জন, মৎস্য ও মৎস্য শ্রমিক ২৭ জন, নৌ-পরিবহন খাতে ২৪ জন, অভিবাসী শ্রমিক ১৮ জন, জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পে ১২ জন, বিদ্যুৎ খাতে ১১ জন, তৈরি পোশাক শিল্পে ৪ জন এবং অন্যান্য খাতগুলোতে যেমন স্টিল মিল, মেকানিক, ইট ভাটা, হকার, চাতাল’সহ ইত্যাদি সেক্টরে ১০২ জন শ্রমিক নিহত হন। উল্লেখ্য, ২০২০ সালে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় বিভিন্ন খাতে ৭২৯ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়, এরমধ্যে ৭২৩ জন পুরুষ এবং ৬ জন নারী শ্রমিক ছিলেন।

| কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় নিহত | |
|---|---|
| সেক্টর | সংখ্যা |
| পরিবহন | ৫১৩ |
| নির্মাণ | ১৫৪ |
| কৃষি | ৮৭ |
| খাদ্য উৎপাদনকারী শিল্প | ৫৫ |
| দিনমজুর | ৪৬ |
| মৎস্য ও মৎস্য শ্রমিক | ২৭ |
| নৌ-পরিবহন | ২৪ |
| অভিবাসী শ্রমিক | ১৮ |
| জাহাজ ভাঙ্গা | ১২ |
| বিদ্যুৎ | ১১ |
| তৈরি পোশাক | ৪ |
| অন্যান্য | ১০২ |
| **মোট** | **১০৫৩** |

| কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় আহত | |
|---|---|
| সেক্টর | সংখ্যা |
| মৎস্য | ১৭৬ |
| পরিবহন | ৮০ |
| নির্মাণ | ৪৫ |
| জাহাজ ভাঙ্গা | ৪৪ |
| খাদ্য উৎপাদনকারী শিল্প | ৩৫ |
| নৌ পরিবহন | ৩৫ |
| কেমিকেল কারখানা | ২৩ |
| ডাইং ফ্যাক্টরী | ২২ |
| উৎপাদন শিল্প | ২২ |
| কৃষি | ১৯ |
| দিনমজুর | ১৯ |
| তৈরি পোশাক | ৫ |
| অন্যান্য | ৫৯ |
| **মোট** | **৫৯৪** |

২০২১ সালে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় ৫৯৪ জন শ্রমিক আহত হন, এর মধ্যে ৫৭১ জন পুরুষ এবং ২৩ জন নারী শ্রমিক। মৎস্য খাতে সর্বোচ্চ ১৭৬ জন শ্রমিক আহত হন। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পরিবহন খাতে ৮০ জন, তৃতীয় সর্বোচ্চ নির্মাণ খাতে ৪৫ জন শ্রমিক আহত হন। এছাড়া জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পে ৪৪ জন, খাদ্য উৎপাদনকারী শিল্পে ৩৫ জন, নৌ পরিবহন খাতে ৩৫ জন, কেমিকেল কারখানায় ২৩ জন, ডাইং ফ্যাক্টরীতে ২২ জন, উৎপাদন শিল্পে ২২ জন, কৃষি খাতে ১৯ জন, দিনমজুর ১৯ জন,

তৈরি পোশাক শিল্পে ৫ জন এবং অন্যান্য খাতে ৫৯ জন শ্রমিক আহত হন। উল্লেখ্য, ২০২০ সালে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় বিভিন্ন সেক্টরে ৪৩৩ জন শ্রমিক আহত হয়, এরমধ্যে ৩৮৭ জন পুরুষ এবং ৪৬ জন নারী শ্রমিক ছিলেন।

সড়ক দুর্ঘটনা, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়া, বজ্রপাত, অগ্নিকান্ড, উপর থেকে পড়ে যাওয়া, পড়ন্ত বস্তুর আঘাত, বিষাক্ত গ্যাস, নৌ দুর্ঘটনা, দেয়াল/ছাদ ধসে পড়া, সিলিন্ডার বিস্ফোরণ ইত্যাদি কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার অন্যতম কারন।

জরিপ অনুযায়ী ২০২১ সালে কর্মস্থলে আসা যাওয়ার পথে ৯১ জন শ্রমিক নিহত এবং ১১৪ জন শ্রমিক আহত হন। এর মধ্যে কর্মস্থলে আসার পথে ১২ জন নারী শ্রমিক সহ ৬২ জন শ্রমিক নিহত এবং কর্মস্থল থেকে ফেরার পথে ৪ জন নারী শ্রমিক সহ ২৯ জন শ্রমিক নিহত হন। অন্যদিকে কর্মস্থলে আসার পথে ২১ জন নারী শ্রমিকসহ ৯৭ জন শ্রমিক আহত হন এবং কর্মস্থল থেকে ফেরার পথে ১৭ জন শ্রমিক আহত হন।

| কর্মক্ষেত্রে নির্যাতনে নিহত | |
|---|---|
| সেক্টর | সংখ্যা |
| পরিবহন | ৭৬ |
| কৃষি | ১৫ |
| নিরাপত্তা কর্মী | ১৪ |
| গৃহশ্রমিক | ১২ |
| নির্মাণ | ৫ |
| মৎস্য এবং মৎস্য শ্রমিক | ৫ |
| অন্যান্য | ২০ |
| মোট | ১৪৭ |

| কর্মক্ষেত্রে নির্যাতনে আহত | |
|---|---|
| সেক্টর | সংখ্যা |
| গৃহশ্রমিক | ২৪ |
| পরিবহন | ১৯ |
| মৎস্য এবং মৎস্য শ্রমিক | ১৯ |
| গণমাধ্যম | ১৮ |
| নিরাপত্তা কর্মী | ১১ |
| কৃষি | ৭ |
| তৈরি পোশাক | ৪ |
| অন্যান্য | ২৩ |
| মোট | ১২৫ |

সংবাদপত্র ভিত্তিক জরিপ অনুযায়ী ২০২১ সালে ২৮৬ জন শ্রমিক কর্মক্ষেত্রে নির্যাতনের শিকার হন। এর মধ্যে ২৩২ জন পুরুষ এবং ৫৪ জন নারী শ্রমিক। ২৮৬ জনের মধ্যে ১৪৭ জন নিহত, ১২৫ জন আহত, ৬ জন নিখোঁজ, ২ জনের ক্ষেত্রে আত্মহত্যা, অপহৃত ৫ জনকে উদ্ধার এবং ১ জনের ক্ষেত্রে নির্যাতনের ধরণ উল্লেখ করা হয়নি। সবচেয়ে বেশি ৯৯ জন শ্রমিক নির্যাতনের শিকার হন পরিবহন সেক্টরে, যার মধ্যে ৭৬ জন নিহত, ১৯ জন আহত, ২ জন নিখোঁজ এবং অপহৃত ২ জন শ্রমিককে হাত পা বাঁধা অবস্থায় উদ্ধার করে পুলিশ। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩৮ জন গৃহশ্রমিক নির্যাতনের শিকার হন, যার মধ্যে ১২ জন নিহত, ২৪ জন আহত, ২ জনের ক্ষেত্রে আত্মহত্যার কথা উল্লেখ করা হয়। তৃতীয় সর্বোচ্চ ২৮ জন শ্রমিক নির্যাতনের শিকার হন মৎস্য খাতে, যার মধ্যে ৫ জন নিহত, ১৯ জন আহত, ৪ জন নিখোঁজ। এছাড়া ২৬ জন নিরাপত্তা কর্মী নির্যাতনের শিকার হন, যার মধ্যে ১৪ জন নিহত, ১১ জন আহত এবং ১জন অপহৃত নিরাপত্তা কর্মীকে উদ্ধার করা হয়। কৃষি খাতে ২২ জন শ্রমিক নির্যাতনের শিকার হন, যার মধ্যে ১৫জন নিহত, ৭জন আহত। উল্লেখ্য, ২০২০ সালে ২৩২ জন শ্রমিক কর্মক্ষেত্রে নির্যাতনের শিকার হন।

সংবাদপত্র জরিপ অনুযায়ী ২০২১ সালে ৩০০ জন শ্রমিক কর্মক্ষেত্রের বাহিরে নির্যাতনের শিকার হন। এর মধ্যে ১৯১ জন নিহত, ৭০ জন আহত, ৩ জন নিখোঁজ, ২৬ জনের ক্ষেত্রে আত্মহত্যা, অপহৃত ৮ জনকে উদ্ধার এবং ২ জনের ক্ষেত্রে নির্যাতনের ধরণ উল্লেখ করা হয়নি। ৩০০ জনের মধ্যে ২১৫ জন পুরুষ এবং ৮৫ জন নারী শ্রমিক।

| কর্মক্ষেত্রের বাহিরে নির্যাতনে নিহত | |
|---|---|
| সেক্টর | সংখ্যা |
| পরিবহন | ৩৮ |
| কৃষি | ৩১ |
| তৈরি পোশাক | ৩০ |
| নির্মাণ | ১৩ |
| দিনমজুর | ৯ |
| উৎপাদন শিল্প | ৭ |
| হকার | ৬ |
| পরিচ্ছন্নতা কর্মী | ৫ |
| অন্যান্য | ৫২ |
| মোট | ১৯১ |

| কর্মক্ষেত্রের বাহিরে নির্যাতনে আহত | |
|---|---|
| সেক্টর | সংখ্যা |
| তৈরি পোশাক | ৩৭ |
| গণমাধ্যম | ১২ |
| কৃষি | ৪ |
| উৎপাদন শিল্প | ৩ |
| পরিবহন | ৩ |
| অন্যান্য | ১১ |
| মোট | ৭০ |

কর্মক্ষেত্রের বাহিরে সবচেয়ে বেশি ৮৭ জন শ্রমিক নির্যাতনের শিকার হন তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিক, যার মধ্যে ৩০ জন নিহত, ৩৭ জন আহত, ২ জন নিখোঁজ, ১৩ জনের ক্ষেত্রে আত্মহত্যা, অপহৃত ৩ জনকে উদ্ধার এবং ২ জনের ক্ষেত্রে নির্যাতনের ধরন উল্লেখ করা হয়নি। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৪৫ জন শ্রমিক নির্যাতনের শিকার হন পরিবহন সেক্টরের শ্রমিক, যার মধ্যে ৩৮ জন নিহত, ৩ জন আহত, ৪ জন

আত্মহত্যা করেন। তৃতীয় সর্বোচ্চ ৩৬ জন শ্রমিক নির্যাতনের শিকার হন কৃষি খাতে, যার মধ্যে ৩১ জন নিহত, ৪ জন আহত, ১ জন আত্মহত্যা করেন। এছাড়া নির্মাণ খাতে ১৪ জন শমিক নির্যাতনের শিকার হন, যার মধ্যে ১৩ জন নিহত এবং ১ জন আত্মহত্যা করেন। উৎপাদন শিল্প খাতের ১৪ জন শ্রমিক নির্যাতনের শিকার হন, যার মধ্যে ৭ জন নিহত, ৩ জন আহত এবং ৪ জন অপহৃত শ্রমিককে উদ্ধার করা হয়। উল্লেখ্য ২০২০ সালে কর্মক্ষেত্রের বাহিরে ৩৬৪ জন শ্রমিক নির্যাতনের শিকার হন।

২০২১ সালে বিভিন্ন সেক্টরে সবমিলিয়ে ৪৩১টি শ্রমিক আন্দোলনের ঘটনা ঘটে। সবচেয়ে বেশি ১৭২টি শ্রমিক আন্দোলনের ঘটনা ঘটে তৈরি পোশাক খাতে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৫০টি শ্রমিক আন্দোলনের ঘটনা ঘটে পরিবহন খাতে। তৃতীয় সর্বোচ্চ ৩৬টি শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনা ঘটে পাট শিল্পে। এছাড়া গণমাধ্যমে ২৩টি, কৃষি খাতে ২১টি, চিনি শিল্পে ১৮টি, টেক্সটাইল শিল্পে ১২টি, বিড়ি শিল্পে ৯টি, রেলওয়ে'তে ৮টি, খাদ্য উৎপাদনকারী খাতে ৬টি, হকার ৫টি, অভিবাসী শ্রমিক ৫টি এবং অন্যান্য খাতে ৬৬টি শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনা ঘটে।

| শ্রমিক অসন্তোষের কারণ | |
|---|---|
| সেক্টর | সংখ্যা |
| বকেয়া বেতন | ১২৬ |
| দাবি আদায় | ১১৫ |
| অধিকার আদায়ে | ৭৪ |
| বন্ধ কারখানা খুলে দেওয়ার দাবি | ২৭ |
| লে অফ | ২৬ |
| ভাতার দাবিতে | ২২ |
| বোনাস | ১৬ |
| অন্যান্য | ২৯ |
| মোট | ৪৩১ |

| সেক্টর ভিত্তিক শ্রমিক অসন্তোষ | |
|---|---|
| *সেক্টর* | *সংখ্যা* |
| তৈরি পোশাক | ১৭২ |
| পরিবহন | ৫০ |
| পাট শিল্প | ৩৬ |
| গণমাধ্যম | ২৩ |
| কৃষি | ২১ |
| চিনি শিল্প | ১৮ |
| টেক্সটাইল | ১২ |
| বিড়ি শিল্প | ৯ |
| রেলওয়ে | ৮ |
| খাদ্য উৎপাদনকারী কারখানা | ৬ |
| হকার | ৫ |
| অভিবাসী শ্রমিক | ৫ |
| অন্যান্য | ৬৬ |
| মোট | ৪৩১ |

আন্দোলন করতে গিয়ে এসময় ১ জন নারী শ্রমিক'সহ ৬ জন শ্রমিক নিহত এবং ১৬৩ জন শ্রমিক আহত হন। আহতদের মধ্যে ১২২ পুরুষ এবং ৪১ জন নারী শ্রমিক ছিলেন। আহতদের মধ্যে ১৩৭ জন শ্রমিকই তৈরি পোশাক খাতের।

জরিপ অনুযায়ী সর্বোচ্চ ১২৬টি শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনা ঘটে বকেয়া বেতনের দাবিতে। এছাড়া দাবি আদায়ে ১১৫টি, অধিকার আদায়ে ৭৪টি, বন্ধ কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে ২৭টি, লে-অফের কারণে ২৬টি, ভাতার দাবিতে ২২টি, বোনাসের দাবিতে ১৬টি, এবং অন্যান্য দাবিতে ২৯টি শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনা ঘটে।

উল্লেখ্য, ২০২০ সালে বিভিন্ন সেক্টরে সবমিলিয়ে ৫৯৩টি শ্রমিক আন্দোলনের ঘটনা ঘটে। সবচেয়ে বেশি ২৬৪টি শ্রমিক আন্দোলনের ঘটনা ঘটে তৈরি পোশাক খাতে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৪৯টি শ্রমিক আন্দোলনের ঘটনা ঘটে পাট শিল্পে।

**চট্টগ্রাম সংবাদ**

নেটওয়ার্ক সংবাদ

রানা প্লাজা দূর্ঘটনার নয় বছর স্মরণে শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরামের মতবিনিময় সভা

# কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় হতাহত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে মানদন্ড প্রণয়নের আহ্বান

শ্রম আইন সংশোধন করে আইএলও কনভেনশন ১০২ এবং ১২১ অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় হতাহত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে মানদন্ড প্রণয়নেন আহ্বান জানিয়েছেন বক্তারা। আজ ২৬ এপ্রিল ২০২২ (মঙ্গলবার) জাতীয় প্রেস ক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে রানা প্লাজা দুর্ঘটনার নয় বছর স্মরণে শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরাম (এসএনএফ) এর উদ্যোগে "রানা প্লাজা দুর্ঘটনার ৯ বছর: শ্রমিকের যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি নিশ্চিতে করণীয়" শীর্ষক মতবিনিময় সভায় বক্তারা এ আহ্বান জানান।

রানা প্লাজার মত দুর্ঘটনা আর যেন না ঘটে তার জন্য কর্মস্থল নিরাপদ করতে হবে উল্লেখ করে সম্মানিত অতিথির বক্তব্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য শামসুন্নাহার ভূইয়া, এমপি বলেন, কর্মস্থল নিরাপদ হলে শ্রমিকরা যেমন নিরাপদ তেমনি মালিকরাও নিরাপদ। তাই কর্মস্থলের নিরাপত্তা মালিকদেরই নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে শ্রমিকদেরও সচেতন হতে হবে। ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের অধিকারের কথা তুলে ধরতে হবে। তিনি আরো বলেন, শ্রম আইনের কোন কোন জায়গায় সংশোধন দরকার তা শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধভাবে তুলে ধরতে হবে। এসময় তিনি রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় কতজন শ্রমিক চিকিৎসা বঞ্চিত তাদের একটা ডাটাবেস তৈরি করার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

সভাপতির বক্তব্যে বিশিষ্ট মানবাধিকারকর্মী ও শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরামের আহ্বায়ক ড. হামিদা হোসেন বলেন, শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে একটি মানদন্ড থাকা প্রয়োজন। যাতে হতাহত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরতে না হয়। তিনি বলেন, যারা দায়িত্বে রয়েছেন তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। সেইফটি কমিটির সদস্যদের আরো বেশি সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

বিল্‌স যুগ্ম মহাসচিব ও বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদুল ইসলাম খান বলেন, ক্ষতিপূরণের সমাধান টাকার অঙ্কে হতে পারে না। এর জন্য আইএলও কনভেশন ১০২ এবং ১২১ কে মানদন্ড

ধরে শ্রমিকের আজীবন আয়ের সমান ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করতে হবে। শ্রম আইনে শ্রমিকদের নূন্যতম যেটুকু অধিকার রয়েছে তারা তা থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, অধিকার আদায়ে শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

বর্তমান বাস্তবতায় দুর্ঘটনায় নিহত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণের পরিমান সামঞ্জস্য নয় উল্লেখ করে সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সভাপতি রাজেকুজ্জামান রতন বলেন, আইএলও'র মানদন্ড অনুযায়ী শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণের পরিমান নির্ধারণ করতে হবে। এক্ষেত্রে শ্রম আইনের সংশোধনীতে ক্ষতিপূরণের বিষয়টি সুনির্দিষ্ট করতে হবে। এসময় তিনি এমপ্লয়মেন্ট ইনজুরি স্কিম চালু করার আহ্বান জানান।

শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ) নেতা কামরূল আহসান বলেন, কলকারখানাগুলো যারা গড়েন তাদের বিধি বিধানগুলো না মানার কারনেই কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় শ্রমিকরা হতাহত হচ্ছে।

সভায় শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরামের ভারপ্রাপ্ত সদস্য সচিব সেকেন্দার আলী মিনা বলেন, দেশের অর্থনীতির চাকা ঘোরায় শ্রমিকরা। কিন্তু মর্যাদার জায়গায় তারা বঞ্চিত। তিনি বলেন, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রাচ্যুইটি, মাতৃত্বকালীন ভাতা, ওভারটাইম সবই মজুরির সাথে সম্পৃক্ত কিন্তু ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে আয়ের কোন সম্পৃক্ততা নেই। তাই ক্ষতিপূরণের মানদন্ড ঠিক করে সে অনুযায়ী শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত।

সভায় অন্যান্য বক্তারা বলেন, শ্রম আদালতে একটি মামলা শেষ হতে অনেক সময় অতিবাহিত হয়। অনেক সময় ৮/১০ বছরেও শেষ হয় না। যাতে স্বল্প সময়ে শ্রম আদালতের মামলা নিস্পত্তি করা যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। তা না হলে ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তিতে শ্রমিকদের হয়রানি কমবে না। তারা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কার্যক্রম আরো জোরদার করার আহ্বান জানান। বক্তারা শ্রমিকদের নিরাপত্তার বিষয়টিতে জোর দিয়ে এবং সেইফটি বিধিমালাঅনুযায়ী কারখানার ভবন নির্মাণ করা, শ্রমিকদের নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা, শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তার আওতায় অন্তর্ভুক্তির দাবি জানান।

ব্লাস্টের উপ-পরিচালক (আইন) এডভোকেট মোঃ বরকত আলীর সঞ্চালনায় সভায় আরো বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত শ্রম উপদেষ্টা হাবিবুর রহমান, কর্মজীবী নারীর নির্বাহী পরিচালক রোকেয়া রফিক বেবী, বাংলাদেশ লেবার ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক এ কে এম আশরাফউদ্দিন, আওয়াজ ফাউন্ডেশনের সভাপতি মমতাজ বেগম, বিল্‌স পরিচালক নাজমা ইয়াসমীন প্রমুখ।

উল্লেখ্য, শ্রমবান্ধব নিরাপদ কর্মক্ষেত্র নিশ্চিত করা এবং কর্মক্ষেত্রের দুর্ঘটনায় নিহত শ্রমিকের ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ও আহত শ্রমিকদের উপযুক্ত চিকিৎসা, ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনসহ ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের ন্যায়বিচার প্রাপ্তি ও তাদের সহায়তাকল্পে জাতীয় পর্যায়ের মানবাধিকার সংগঠন, জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন, শ্রমিক অধিকার ও পরিবেশ নিয়ে কর্মরত সংগঠনসমূহের সমন্বয়ে 'শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরাম-এসএনএফ' গঠিত। **সবার জন্য নিরাপদ কাজ** এই লক্ষ্য নিয়ে 'শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরাম' সরকার, নীতি নির্ধারক ও কারখানার মালিকদের সংগঠন/সমিতিসহ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সাথে অ্যাডভোকেসি, জনমত গঠন এবং বিভিন্ন দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের সহায়তা প্রদানে কাজ করছে।

# জাহাজ ভাঙা শ্রমিকদের ১২ দফা দাবি : কেএসআরএম'র বিরুদ্ধে শিল্প মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ অমান্য করার অভিযোগ

জাহাজ ভাঙা কারখানায় সংঘটিত সাম্প্রতিক দুর্ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করা, দায়ি ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণসহ ১২ দফা দাবিনামা দিয়েছে জাহাজ ভাঙা শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন ফোরাম। ২ এপ্রিল ২০২২ চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে জাহাজ-ভাংগা শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন ফোরাম আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, গত ৬ বছরে ইয়ার্ডে মোট ৯৭ জন শ্রমিক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। আহত হয়েছেন আরও ১২৭ জন। সাম্প্রতিক সব দুর্ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত, ঈদে উৎসব বোনাস দেওয়া, নূন্যতম মজুরি ১৬ হাজার টাকা বাস্তবায়নসহ ১২ দফা দাবি জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে।

এসময় শিল্প মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ অমান্য করে কেএসআরএম বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদশন করে ইয়ার্ড চালু রেখেছে বলে অভিযোগ করে সংবাদ সম্মেলনে ফোরামের আহবায়ক তপন দত্ত বলেন, বিগত ১ ফেব্রুয়ারি রাত্রিবেলায় কেএসআরএম মালিকানাধীন কবির স্টিল শিপ ইয়ার্ডে কর্মরত অবস্থায় লোহার পাত পড়ে সুজন নামের এক শ্রমিক নিহত হন । ময়না তদন্তের রিপোর্ট এবং পুলিশের সুরতহাল রিপোর্টে সুস্পষ্টভাবে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে উল্লেখ থাকলেও কবির স্টিল শিপ ইয়ার্ড কর্তৃপক্ষ বিষয়টিকে ধামাচাপা দেয়ার জন্য নানামুখি অপতৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। কোন ধরণের পূর্ব তদন্ত ছাড়া কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের এমন বয়ান মালিক পক্ষের অপতৎপরতাকে সমর্থন করে ।

এ ধরনের বক্তব্য, ময়না তদন্তের রিপোর্ট এবং পুলিশের সুরতহাল রিপোর্টের সাথেও সাংঘর্ষিক। একটি রিপোর্টে দেখা যায় কেএসআরএমা'র ইয়ার্ডে বিগত ৬ বছরে ২২ টি দুর্ঘটনায় ১২ জন শ্রমিক নিহত হয়েছে। এমন তথ্য কেএসআরএম ইয়ার্ড কর্মক্ষেত্র হিসাবে কতটুকু নিরাপদ তা প্রশ্নবিদ্ধ ।

তিনি বলেন, কেএসআরএম এ সংগঠিত দুর্ঘটনায় শ্রমিক নিহতের বিষয়ে বিগত ১৪ ফেব্রুয়ারি শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে গঠিত ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে। অতীতের মতই এবারো তদন্ত কমিটিতে শ্রমিক পক্ষের কোন প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এমনকি গঠিত তদন্ত কমিটি শ্রমিক পক্ষের কোন প্রতিনিধির সাথে কোন প্রকার আলাপ আলোচনা করেনি। অন্যদিকে ৭ দিনের মধ্যে তদন্ত রিপোর্ট দেয়ার জন্য বলা হলেও

অদ্যাবধি তদন্ত কমিটির রিপোর্টের ব্যাপারে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি । ফলে তদন্ত রিপোর্ট নিয়েও শ্রমিকদের মাঝে এক ধরণের হতাশা এবং সংশয় তৈরি হয়েছে ।

তিনি বলেন, দুর্ঘটনা ঘটার পর প্রতিবারই দুর্ঘটনার কারন, নিহত ও আহত শ্রমিকদের সংখ্যা এবং আহতদের অবস্থান নিয়ে মালিক পক্ষের লুকোচুরি খেলা চলছে। বছরের পর বছর জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পে দুর্ঘটনায় শ্রমিকের মৃত্যু ও পঙ্গুত্বের ঘটনা ঘটলেও দায়ী মালিকদের বিরুদ্ধে কোন আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হয়না। এ যাবৎ দুর্ঘটনায় শ্রমিক হতাহতের জন্য দায়ী মালিকের বিরুদ্ধে একটিও মামলা হয়নি। এক ধরণের অঘোষিত ইন্ডেমনিটি পেয়ে জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পের মালিকেরা ক্রমশঃ বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। ফলে হতভাগ্য শ্রমিকদের দুর্ঘটনায় হতাহতের মিছিল কোনভাবেই থামছেনা। দেশে এবং বিদেশে জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প খাতের ইমেজ সংকট তৈরি হয়েছে। যার দায় মালিক পক্ষ, সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর তথা শিল্প মন্ত্রণালয় এবং শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও অধিকার সমূহ নিশ্চিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কোন ভাবেই এড়াতে পারেনা।

সংবাদ সম্মেলন আরো উপস্থিত ছিলেন ফোরামের যুগ্ন আহবায়ক মু. শফর আলী ও এ এম নাজিম উদ্দীন, ফোরামের সদস্য ও ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র চট্টগ্রামের সংগঠক ফজলুল কবির মিন্টু প্রমুখ।

রানা প্লাজা দুর্ঘটনার নয় বছর স্মরণে শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরামের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ও মানববন্ধন

## নিরাপদ কর্মক্ষেত্র নিশ্চিত ও দুর্ঘটনায় হতাহত শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ প্রদানের দাবি

মৃত্যুভয়হীন নিরাপদ কর্মক্ষেত্র নিশ্চিত করা'সহ রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় দায়ী ব্যাক্তিদের দ্রুত বিচার ও হতাহতদের আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ ও আহতদের দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা প্রদানের দাবি জানিয়েছেন শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরামের নেতৃবৃন্দ। রানা প্লাজা দুর্ঘটনার নয় বছর স্মরণে আজ ২৪ এপ্রিল ২০২২ (রবিবার) সকালে অস্ট্রেলিয়ান এইড ও একশনএইড বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় এবং শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরাম (এসএনএফ) এর উদ্যোগে জুরাইন কবরস্থান ও সাভারে রানা প্লাজা'র সামনে দুর্ঘটনায় নিহত, আহত ও নিখোঁজ শ্রমিকদের স্মরণে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন এবং জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচীতে বক্তারা এ দাবি জানান।

শ্রদ্ধাজ্ঞাপনপূর্ব সংক্ষিপ্ত সমাবেশ ও মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, রানা প্লাজা দুর্ঘটনার নয় বছর হয়ে গেলেও এখনো শ্রমিকদের হত্যার বিচার হয়নি। দ্রুত শ্রমিক হত্যার বিচার করে দায়ীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। রানা প্লাজার পর টাম্পাকো, হাসেম ফুডস সহ এরকম শিল্প দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে তা নিশ্চিতের সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তারা। এসময় প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক নির্বিশেষে সকল শ্রমিককে শ্রম আইনের আওতায় আনা, ক্ষতিপূরণের জাতীয় মানদন্ড তৈরি করা, পেশাগত রোগে আক্রান্ত ও দুর্ঘটনায় আহত শ্রমিকের চিকিৎসার জন্য বিশেষায়িত হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা এবং হাসপাতালগুলোতে বিশেষ ইউনিট স্থাপন, নির্মাণ, রাসায়নিক, ইঞ্জিনিয়ারিংসহ ঝুকিপূর্ণ কর্মক্ষেত্রসমূহ পরিদর্শনে দেশব্যাপি জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা মোবাইল কোর্ট পরিচালনা বা ঝটিকা পরিদর্শন ব্যবস্থা চালু করা এবং সবার জন্য নিরাপদ কর্মস্থল নিশ্চিত করতে পরিদর্শন ব্যবস্থাকে জোরদার করার দাবি জানান তারা।

কর্মসূচিসমূহে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় শ্রমিক জোটের সভাপতি মেসবাহউদ্দীন আহমেদ, জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি কামরুল আহসান, জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সভাপতি আনোয়ার হোসাইন, শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ) এর যুগ্ম সমন্বয়তারী ও ট্রেড ইউনিয়ন সংঘের সাধারণ সম্পাদক চৌধুরী আশিকুল আলম, জাতীয় শ্রমিক জোট বাংলাদেশের সভাপতি সাইফুজ্জামান বাদশা, জাতীয় শ্রমিক জোটের কার্যকরী সভাপতি আব্দুল ওয়াহেদ, জাতীয় শ্রমিক জোটের সাধারণ সম্পাদক নূরুল আমিন, বাংলাদেশ মুক্ত শ্রমিক ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শহীদুল্লাহ বাদল, ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের দপ্তর সম্পাদক শাহিদা পারভীন শিখা, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিব বুলবুল, বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) নির্বাহী পরিচালক ব্যরিষ্টার সারা হোসেন, শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরামের ভারপ্রাপ্ত সদস্য সচিব সেকেন্দার আলী মিনা, বিল্‌স পরিচালক নাজমা ইয়াসমীন, কর্মজীবী নারীর পরিচালক সানজিদা সুলতানা প্রমূখ। এছাড়া শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরাম, শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ-স্কপ, বিল্‌স এবং গার্মেন্টস শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ অর্ন্তভূক্ত জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন নেতৃবৃন্দ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন।